'তুমি জান এসব অতিরঞ্জিত ব্যাপার', অস্বস্তিভরে হাসল ব্র্যান্ড গরলা।

'না, না, না', গোলাপি চোখের ছোটোখাটো আলবিনো মানুষটি পলক ফেলতে ফেলতে বলল। 'ভেগান সিস্টেমে অন্য কেউ প্রবেশের আগে ডরলিসই উচ্চতর ছিল। এটা আমাদের চেয়েও বড় একটা মহাজাগতিক সংঘের কেন্দ্র ছিল।'

'তবে বলা যায় এটা একটা প্রাচীন রাজধানী, আমি এতটুকুই পেশ করব এবং বাকিটা প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'প্রত্নতত্ত্ববিদরা কোনো কাজের নয়। আমি যা আবিষ্কার করেছি তার জন্যে বিশেষজ্ঞ দরকার আর তুমি সেই বিশেষজ্ঞ বোর্ডে আছ।'

একথা শুনে গরলাকে অনিশ্চিত দেখাল। তার পূর্ববর্তী বোর্ডে থিওর রিয়্যালো নামে একজন শ্বেতাঙ্গ ছোটোখাটো লোক দিল। লোকটি বেখাপ্পা ধরনের ছিল। সে অনেক কাজে ফাঁকি দিয়েছিল। কিন্তু এত অনেক আগের কথা। তবে, গোলাপি চোখের ছোটোখাটো মানুষটি সন্দেহজনক, সে, যতটুকু মনে পড়ে তখনো সন্দেহজনক ছিল।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব', ব্র্যান্ড গরলা বলল, 'যদি তুমি কী চাও, তা আমাকে বলো।'

সে আকাঙ্ক্ষাময় দৃষ্টিতে তাকাল, বলল, "আমি ঠিক ঘটনাটি বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। তুমি কি করতে দিবে ?'

ব্র্যান্ড বলল, 'থিওর, যদি আমি তোমাকে সাহায্য করিও, তবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই মনস্তাত্ত্বিকদের বোর্ডে আমি একজন কনিষ্ঠ সদস্য। তাই এটার প্রভাব তেমনভাবে পড়বে না।'

banglainternet.com

'তুমি তোমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলে, ঘটনাই তাদের জানিয়ে দেবে', এলবিনো লোকটির হাত কেঁপে উঠল।

'এগিয়ে যাও', ব্র্যান্ড মনে মনে বলল, 'এ লোকটা যথেষ্ট অভিজ্ঞ তার কথা অযৌক্তিক নাও হতে পারে।'

ব্র্যান্ড গরলা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। সিলিঙের জানালা দিয়ে আলো আসছে। আলোটা জানালার কাচে তার তীব্রতা হারাচ্ছে। এ আলো গোলাপি চোখের মানুষের জন্য অস্বস্তিকর তাই তার পলক বারবার পড়ছে।

'আমি পঁচিশ বছর ধরে ডরলিসে ছিলাম, ব্র্যান্ড। আমি ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ডরলিস একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক নগরী, যা আমাদের নগরের চেয়ে বড় ছিল।'

'যা শেষ হয়ে গেছে তা ভালোই মনে হয়'–ব্র্যান্ড হাসল, 'এই তত্ত্বটা তুমি জান, নতুনেরা একে "গড তত্ত্ব' বলে, গুড-ওল্ড-ডে, ঠিক কিনা।'

থিও ভ্রু কুঁচকাল। এরপর যে অবজ্ঞাভরে হেসে জানাল, 'তুমি অন্য কোনো অবহেলিত ঘটনাকে এভাবে ধামাচাপা দিতে পারো। কিন্তু তুমি আমাকে বল যে, মনস্তাত্ত্বিক প্রকৌশল সম্পর্কে কী জান ?'

ব্র্যান্ড কাঁধ ঝাঁকাল, 'তেমন কিছুই না, গাণিতিকভাবেও তেমন কিছু না। মনস্তাত্ত্বিক প্রকৌশলের সকল বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি একটু কড়া ধরনের এবং কিছু ক্ষেত্রে এটা খুব কার্যকরী। তুমি মনে হয় এটাই বলতে চাচ্ছ !'

'ঠিক তা নয়। আমি বলতে চাচ্ছি, নির্ধারিত শর্তে এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি গোষ্ঠীর উপর যে পরীক্ষা করা হয়, সেই ব্যাপারে।'

'এসব কথা তো আগেও আলোচনা করা হয়েছে। এটা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমাদের সমাজ কাঠামো এর উপর ভিত্তি করে দাঁড়াতে পারবে না। আর এটা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, আমরা তাও ঠিক জানি না।'

থিও আশ্চর্যান্বিত হল, 'কিন্তু প্রাচীন লোকেরা এটা জানত এবং তারা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণও করেছিল।'

ব্র্যান্ড এবার ধীরে বলল, 'এটা আশ্চর্য ও চমৎকার, কিন্তু তুমি কী করে জানলে ?'

'কারণ, আমি এর সাথে সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেয়েছি', সে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'এটা একটা সম্পূর্ণ জগৎ, ব্র্যান্ড, যা সবদিক থেকে এর লোকজনদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। লোকগুলো ছিল শিক্ষিত, ছকে বাঁধা ও পরীক্ষিত। তুমি কী তা দেখনি ?'

ব্র্যান্ড মানসিক অনিয়ন্ত্রণে কোনো সাধারণ অপরাধ খুঁজে পেল না। এটা সম্ভবত খুব সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। ঘটনাক্রমে সে বলল, 'এটা ভ্রান্ত ধারণা, এটা একেবারে অসম্ভব। তুমি মানবগোষ্ঠীকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পার না, এটা খুব অস্থিতিশীল ভাবনা।'

'এটাই কথা, ব্র্যান্ড, তারা তো মানুষ নয়।'

'কী ?'

'তারা ছিল রোবট, পজিট্রনিক রোবট। তাদের একটি জগৎ ব্র্যান্ড। তারা বেঁচে থাকা আর তাদের প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া কোনো কাজ ছিল না। তারা একদল অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।'

'অসম্ভব।'

'আমার কাছে প্রমাণ আছে–কারণ আমি জানি, রোবটদের সেই জগৎটি এখনো আছে। প্রথম সংঘটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এখনো সেই রোবো-জগৎ আছে, আছে তাদের অস্তিত্ব।'

'কিন্তু, তুমি কীভাবে জানলে।'

থিওর রিয়্যালো উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'কারণ আমি গত পঁচিশ বছর ওই স্থানে ছিলাম।'

বোর্ড প্রধান তার লাল পাড়ের গাউনটা একপাশে সরিয়ে পকেট থেকে অপ্রচলিত সিগারেটটা বের করল।

'অযৌক্তিক–সে কর্কশ গলায় বলল', একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য ব্যাপার।'

'ঠিক'–বলল ব্র্যান্ড, 'এবং আমি এটাকে জোরালোভাবেও বলতে পারি না। তারা তো শুনতে চাইবে না। প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, এরপর আপনার দলকে আমি বলতে পারব।'

'অসহ্য ! আমি বুঝতে পারলাম না, কে এই ব্যক্তি ?'

ব্রান্ড বলল, 'সে এক নাছোড়বান্দা। "আর্কচারাস ইউ"তে সে আমার ক্লাসে ছিল এবং সে এক বাতিকগ্রস্ত এলবিনো। সে যে কোনো

banglainternet.com

কিছুর ধারণা পেলেই, পরিকল্পিতভাবে সেই ব্যাপারে অগ্রসর হয়। সে বলেছে যে সে ডরলিসে পঁচিশ বছর ছিল এবং সম্পূর্ণ জগৎটা সম্পর্কে তার কাছে সব তথ্য আছে।'

বোর্ড মাস্টার ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'হ্যা। আমি জানি ট্যালেস্ট্যাট পর্যায়ে বুদ্ধিদীপ্ত অপরিপক্ব সবসময় বড় বড় ঘটনাকে অনাবৃত করে। এ ল্যান্স, এক চতুর ব্যক্তি, অসহ্য ! তুমি কী প্রত্নতাত্ত্বিকদের সাথে কথা বলছ ?'

'অবশ্যই, এবং ফলাফলটা মজাদার। কেউ ডরলিসের সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখে না। এটা খুব প্রাচীন ইতিহাস নয়, আপনি দেখবেন। এটা বাস্তব পৌরাণিক ঘটনা। সম্মানিত প্রত্নতাত্ত্বিকরা এটা নিয়ে খুব বেশি সময় নষ্ট করে না।'

বোর্ড মাস্টারের স্বাভাবিক মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, 'এটা আত্মমর্যাদার জন্য স্তুতিজনক নয়। এর মধ্যে কি কোনো সত্য আছে। প্রথম সংঘের আমাদের চেয়েও মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধি ছিল। তাই তাদের পজিট্রনিক রোবট বানান প্রয়োজন ছিল। যারা আমাদের নীল নকশার প্রায় পঁচাত্তর গুণ উপরে। মহাজাগতিক গাণিতিক চিন্তাও এর মধ্যে আছে।'

'দেখুন, স্যার, আমি সবার ক্ষেত্রেই এই আলোচনা করেছি। আমি আপনাকে এ কথাটা বলতাম না যদি সবদিক থেকে এটা বুঝতে পারতাম। আমি মিস্টার ব্লাকের কাছে প্রথম বিষয়টা নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি একজন রোবট সম্পর্কিত গাণিতিক বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, এটা অসম্ভব কিছু না ; যথার্থ সময়, অর্থ ও মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা প্রদান করলে এ ধরনের রোবট এখনই বানান সম্ভব।'

'তার কাছে কি প্রমাণ আছে ?'

'কে ? মিস্টার ব্লাক ?'

'না। তোমার এলবিনো বন্ধু। সে নাকি বলছে, তার কাছে কাগজপত্র আছে।'

'হ্যাঁ। আছে। সে এগুলো এখানে পেয়েছে। সে তথ্যগুলো পেয়েছে এবং এর গুরুত্বকে অবহেলা করেনি। সে সব দিক থেকে একে পরীক্ষা

করে দেখেছে। আমি এগুলো পড়িনি। আর অবশ্যই থিও রিয়্যালো ছাড়া আর কেউ এগুলো পড়েনি।'

'এগুলো একত্রিত করা হয়েছে, ঠিক কিনা ? আমাদের তার কথা শোনা উচিত।'

'হ্যাঁ। এটা একটা পথ। কিন্তু সে তার অবস্থান থেকে বেশি গ্রহণযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। সে বলেছে এটা প্রাচীন শতাব্দীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং আমার এক্ষেত্রে একজন ভাষাবিদকে যুক্ত করা উচিত। এটাকে পরীক্ষা করার জন্য, যদি এটা সঠিক না হয়, তাও আমরা জানতে পারব।'

'ঠিক আছে। তবে দেখা যাক।'

ব্র্যান্ড গরলা প্লাস্টিক বাঁধাই করা তথ্যগুলো নিয়ে আসল। বোর্ড মাস্টার ওগুলো একপাশে রেখে অনুবাদটা পড়ছে। পড়ার সময় ধোঁয়া উঠতে থাকল।

'আহা, ডরলিস সম্পর্কে অনেক বৃত্তান্ত এতে আছে বলে আমি মনে করি।'

'থিওর দাবি করে এরকম একশো থেকে দুইশো টন নীলনকশা একত্রে এক একটা পজিট্রনিক রোবটের মস্তিষ্কে রয়েছে। তারা এখনো কোনো পাতালকক্ষে আছে। কিন্তু সংখ্যায় কম। সে রোবট জগতে ছিল। সে কিছু চিত্র ও টেলিটাইপ পেয়েছে, বৃত্তান্ত সহকারে। তারা একত্রিত নয় এবং অবশ্যই এটা এমন একজনের কাজ, সে জানে পরবর্তী মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে। সে যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে যা প্রমাণ করে যে সে ওই জগতে ছিল এবং তা প্রাকৃতিক নয়।'

'তুমি কি সেগুলো সাথে এনেছ।'

'সবকিছু। এর বেশিরভাগই মাইক্রোফিল্মে আছে এবং আমি প্রজেক্টরও এনেছি। আপনার আইপিসটা কোথায়।'

এক ঘণ্টা পর বোর্ড মাস্টার বলল, 'আমি কাল একটা সভা ডাকব এবং এটা উপস্থাপনা করব।'

গরলা আস্তে বলল, 'আমরা ডরলিসে একটি বাহিনী পাঠাব।'

banglainternet.com

'কখন', শুকন কণ্ঠে বোর্ড প্রধান জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এ ঘটনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমতি পাব। আমাকে এটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে দিন। আমি এর সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাই।'

'তাত্ত্বিকভাবে সরকারি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগগুলো সকল বৈজ্ঞানিক তদন্তের নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা দলগুলো স্বাধীন এবং সাধারণত সরকার এ ব্যাপারে আলোচনা করতে যথেষ্ট উদাসীন। কিন্তু সাধারণ নিয়ম কখনই সার্বজনীন নিয়ম নয়।'

বোর্ড মাস্টার বুঝতে পারল এবং বিরক্ত হল এই ভেবে যে, এখন ওয়েন মারির সাথে সাক্ষাত করতে হবে। মারি মনস্তত্ত্ব, মানসিক রোগ ও মন প্রকৌশল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি এবং সে একজন ভালো মনস্তাত্ত্বিক।

বোর্ড মাস্টার ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল। সেক্রেটারি মারি তার এই দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেল। সে বলল, 'এ তথ্য, এই কেসের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা কি এভাবে আগাতে পারি ?'

বোর্ড প্রধানের কড়া জবাব, 'তোমার কী তথ্য দরকার আমি দেখিনি। সরকার বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় এর পরিচালনা কমিটি আবশ্যক আর এই কেসে আমার বলতে হচ্ছে, উপদেশটা হবে অগ্রহণযোগ্য।'

মারি বলল, 'পরিচালনা কমিটির সাথে আমার কোনো বিবাদ নেই। আমরা সরকারের অনুমতি ছাড়া গ্রহ ছাড়ব না। এক্ষেত্রে কম তথ্যের প্রশ্নটা আসে।'

তোমাকে যা তথ্য দেয়া হয়েছে এর বেশি আমাদের কাছে নেই।'

'কিন্তু কিছু কমতি যে আছে। এগুলো অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনয়ী গোপনীয়তা।'

বৃদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক অবাক, 'গোপনীয়তা। যদি প্রসাশনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছু না জান তবে আমার কিছু করার নেই। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবাইকে জানান যায় না, যতক্ষণ না গবেষণার নির্দিষ্ট কোনো উন্নতি হয়। যখন তুমি ফিরে আসবে আমাদের প্রকাশনার মধ্যে তোমার কপিগুলো ছাপানো হবে।'

মারি মাথা নাড়ল, 'উহ্ ! যথেষ্ট নয়। আমরা ডরলিসে যাচ্ছি, আপনি যাবেন না।'

'আমরা বিজ্ঞান বিভাগে এটা জানিয়েছি।'

'কেন ?'

'তোমার জানার কী দরকার ?'

'কারণ, এটা একটা বড় ধরনের ব্যাপার, তবে কেন বোর্ড প্রধান যাবে না। আর প্রাচীন নগরায়ন আর রোবো-জগৎটাই বাকি ?'

'তুমি তা জান।'

'অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে কিছু হিজিবিজি ব্যাপার। আমি বিশদভাবে জানতে জানই।'

'এর বেশি কিছু জানার নেই, আর ডরলিসে না যাওয়া পর্যন্ত এর বেশি জানাও যাবে না।'

'সুতরাং আমি আপনার সাথেই যাচ্ছি।'

'কী ?'

'আর আমি বিশদভাবে ও ব্যাপারটা জানতে চাই।'

'কেন ?'

'আহ্', মারি উঠে দাঁড়াল, 'এখনো আপনি এ প্রশ্ন করছেন। আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয় এ গবেষণায় আগ্রহ দেখাবে না। কোনো প্রসাশনিক সংঘ আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে না। কিন্তু "আর্কচারাস" সাহায্য করবে। আমি এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য নেব এবং আপনি কী করবেন এ ব্যাপারে আমি জানতেও চাই না। আপনার সাথে আমি গেলে ব্যাপারটা সরকারি বলেই গণ্য হবে।'

ডরলিস জগৎ হিসেবে চমৎকার। এটা মহাজাগতিক অর্থনীতির শূন্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাণিজ্যিক রুট থেকে দূরে, এর অভিবাসী অশিক্ষিত এবং অনগ্রসর, এর ইতিহাস অখ্যাত। এই জগতে প্রাচীন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এটা একটা অস্পষ্ট প্রমাণ যে কোনো আলোকরশ্মি ও ধ্বংসযজ্ঞ অনেক আগে ডরলিসকে ধ্বংস করেছে, যা ছিল বৃহত্তর নগরের বৃহত্তর রাজধানী।

বোর্ড প্রধান মাথা ঝাঁকাল। তার চুলগুলো পেছনের দিকে আঁচড়ান। গালে এক সপ্তাহের না কামান দাড়ি। সে বলল, 'সমস্যাটা

banglainternet.com

হল কোনো ইঙ্গিত নেই ! ভাষাটা বোঝা গেলেও আমি মনে করি এ দ্বারা কিছু করা সম্ভব নয়।'

'আমার মনে হয় একটা বড় ধরনের চুক্তি নেয়া হয়েছে।'

'অন্ধকারের মাঝে প্রতিষ্ঠিত। তোমার আলবিনো বন্ধুর অনুবাদ থেকে যে অনুমান করা যায়, তা আশাজনক নয়।'

'অসম্ভব' – ব্যান্ড বলল। 'আমি নিমিয়ান অ্যানুমালিতে দুই বছর কাটিয়েছি।'

বোর্ড মাস্টার সিগারেটটা শেষ করে, আস্তে বলল, 'তিন ধরনের গাধামি আমার অসহ্য লাগে, প্রথমত এসব ব্যাপারে সরকারের নাক গলান, দ্বিতীয়ত, আমরা মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের কোনো চূড়ান্ত অবস্থায় থাকাকালে, কোনো আগন্তুককে অবজ্ঞা করা, তৃতীয়ত মহাজগতের কী সে চায় ? এরপর আর কী আছে ?'

'আমি জানি না।'

'এরপর কী হতে পারে তুমি কি ভেবেছ ?'

'আসলে না, আমি একে আমল দেই না। আপনার জায়গায় থাকলে আমি এটা এড়িয়ে যেতাম।'

'তুমি পারতে। তুমি জান, এ ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র এড়িয়ে যাবার জন্য। আমি জানি যে তুমি জান মারি একজন মনস্তাত্ত্বিক।'

'আমি জানি।'

'আর তুমি এটাও জানো যে, সে আমাদের এসব ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে।'

'হ্যাঁ। আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক।'

'তুমি তো অনেক কিছুই জান' – তার গলা হঠাৎ নেমে গেল। ঠিক আছে, মারি দরজাতেই দাঁড়িয়ে আছে।'

ওয়েন মারি আসল।

'ঠিক আছে, স্যার'– মারি কৌতুকসুরে বলল, 'আপনি কি জানেন আমি ৪৮ ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি। আপনি কি বড় কিছু পেয়েছেন ?'

'ভাবছি।'

'না, না, আমি সিরিয়াস রোবো-জগৎ আছে।'

'তোমার কী মনে হয় এটা নেই ?'

সেক্রেটারি মাথা নাড়ল বিনিতভাবে, 'একজন সন্দেহবান লোক আছে। তোমার পরিকল্পনা কী ?'

'এটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন ?'

'দেখি, তারা আমার সাথে উপহাস করছে কি না।'

'আর আপনার কী ?'

সেক্রেটারি বলল, 'না, না, আপনি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। আপনার কি এখানে থাকার ইচ্ছা ?'

'এটা সঠিকভাবে শুরু করতে সময় লাগবে।'

এটা কোনো উত্তর হল না। আপনি সঠিকভাবে বলতে কী বোঝাচ্ছেন ?'

'এর সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এক বছরও লাগতে পারে।'

'ও ! কী বিধ্বংসী !'

বোর্ড মাস্টার ভ্রু কুঁচকাল কিন্তু কিছু বলল না।

সেক্রেটারি নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'তাহলে, আমি ধরে নিচ্ছি রোবো-জগৎ কোথায় আপনি তা জানেন।'

'হ্যাঁ, থিওর রিয়্যালো সেখানে ছিল, তার তথ্য এখন নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে।'

'ওই এলবিনো, তবে সেখানে চলুন।'

'সেখানে, কখনোই না।'

'আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি কেন ?'

কষ্ট করে ধৈর্য ধরে বোর্ড মাস্টার বলল, 'দেখ তুমি এখানে আমাদের আমন্ত্রণে আসনি। আমরা তোমাকে আমাদের কর্ম নির্দেশনাও দিতে বলিনি। আর এটা দেখতে আমি একটা লড়াই বাধাতে চাই না। আমি তোমাকে উপমাস্বরূপ বলছি। ধরো, আমাদের একটা বিশাল ও যন্ত্র দেয়া হল যার ভেতরে অসংখ্য তত্ত্ব ও উপাদান রয়েছে। যার আর কিছুই দরকার নেই। এটা এতই বিশাল যে আমরা এর অংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি না, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য তো বাদই থাক। এখন, তুমি কি আমাকে বলছ যে ডেটোনেটিং রশ্মির সাহায্যে-এ যন্ত্রের

banglainternet.com

সেই জটিল ও রহস্যপূর্ণ চলমান অংশগুলোকে সবটা না জেনে আগেই আক্রমণ করি ?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। আপনার কথা রহস্যপূর্ণ তাই কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

'এটা ভুল। এই পজিট্রনিক রোবটগুলো এমন নিয়মে তৈরি করা হয়েছিল যার আমরা কিছুই জানি না। আর এখন আমাদের এমন নিয়ম অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যার সাথে আমরা অপরিচিত। রোবটগুলো সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল, নিজেদের ভাগ্য নিজেরা তৈরি করার জন্য। এখন সেখানে যাওয়া মানে পরীক্ষাটা নষ্ট করা। এখন আমরা যদি সেখানে সশরীরে যাই তাহলে নতুন অদেখা উপাদান এবং অজানা আশাতীত সম্পর্ক সবকিছু নষ্ট করে দেব। এমনকি যদি বিন্দুমাত্র সমস্যাও করা হয়।'

'ও ! থিওর রিয়্যালো তো সেখানে চলে গেছে।'

বোর্ড মাস্টার হঠাৎ রাগান্বিত হল, 'তুমি নিশ্চয় জানো একথা আমার জানা। যদি ওই উন্মাদ, অজ্ঞ এলবিনো মনস্তত্ত্বের কিছুমাত্র জানত, তবে কি এটা ঘটত ?'

'মহাজগৎ-ই জানে নির্বোধটা সেখানে কী ঘটিয়েছে।'

হঠাৎ নীরবতা নেমে এল।

দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে সেক্রেটারি বলল, 'আমি জানি না, কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারব না।'

সে চলে গেলে বোর্ড মাস্টার ব্র্যান্ড এর দিকে তাকাল, 'রোবো-জগৎ যেতে চাইলে, তাকে তুমি কীভাবে থামাবে ?'

'আমরা যদি না বলি তবে সে কীভাবে যাবে, সে তো খোঁজ জানে না।'

'আহা ! সে যে খোঁজ জানে না, এটাই আমি তার আসার আগে বলতে চেয়েছিলাম। আমরা আসার পর দশটা জাহাজ ডরলিসে ভিড়েছে।'

'কী ?'

'হ্যাঁ। তাই।'

'কিন্তু, কী জন্য !'

'এটাই তো বুঝতে পারছি না, বালক।'

ওয়েন মারি বলল, 'আমি কি আসতে পারি ?'

কাগজপত্র থেকে চিন্তিত মুখ তুলল থিওর রিয়্যালো। 'এসো, আমি তোমার জন্য আসন পরিষ্কার করে দিচ্ছি।'

দুটো চেয়ারের একটি থেকে এলবিনো লোকটি জিনিসপত্র সরিয়ে দিল। 'তুমিও কি এখানে কোনো কাজে এসেছ ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

থিওর মাথা নাড়িয়ে মৃদু হাসল এবং অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই অনেকগুলো কাগজ একত্রে জড়ো করে উল্টে রাখল।

কয়েক মাসের মধ্যে সে ডরলিসে কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে আসার পর, তার মনে হচ্ছে সে তার কাজ থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। তার নিজের জন্য কোনো স্থান নেই, শুধু রোবোজগতের বিবরণ দেয়া ছাড়া, যেখানে সে একাই ভ্রমণ করেছে এবং কোনো কিছুতেই অংশগ্রহণ করেনি। আর সেখানে সে বলতে চেয়েছে যে সেখানে তারই যাওয়া উচিত ছিল, একজন বৈজ্ঞানিকের নয়।

এটাই হওয়ার কথা ছিল এবং যে কোনোভাবেই এরকম হয়ে আসছে।

'ক্ষমা করবেন', মারি বলল। 'এটা আশ্চর্যজনক যে তোমাকে বলা হয়নি। তুমি তো জিনিসটা আবিষ্কার করেছ।'

আলবিনোর চোখ চকচক করে উঠল, 'এটা আমার ভুল ছিল। তারা আমাকে বলেছে যে আমি সব নষ্ট করে দিতে পারি।'

মারি মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'তুমি মনে হয় প্রত্যক্ষভাবে তাদের চেয়ে বেশি জান। তাদের উঁচু উঁচু পদমর্যাদা দেখে তুমি মনে করো না যে, তুমি কিছু না। অন্ধ বিজ্ঞের চেয়ে একজন সাধারণ জ্ঞানের মানুষ ভালো। আমি নিজেও একজন সাধারণ মানুষ, তুমি জান। আমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য দাঁড়াতে হবে। নাও, একটা সিগারেট ধরাও।'

'আমি যদিও ধূমপায়ী না, তবু একটা নিচ্ছি, ধন্যবাদ।' দীর্ঘদেহী মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে উষ্ণ মনে করল। সে কাগজপত্রের দিকে তাকাল।

banglainternet.com

'পঁচিশ বছর', থিওর ঢোক গিলতে গিলতে বলল।

'তুমি ওই জগৎ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে ?'

'মনে হয়। তারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আর তাদের জিজ্ঞাসা করলে ভালো হত না ? তারা মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে', সবটুকু ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল সে।

মারি বলল, 'আসলে তারা শুরু করেনি। মনস্তাত্ত্বিক অনুবাদের মাধ্যমেই আমি তথ্যগুলো জানতে চাই। প্রথমত রোবটরা কী ধরনের মানুষ বা জিনিস। তোমার কাছে কি তাদের কোনো ছবি আছে ?'

'না, আমি তাদের জাতিকে ধরতে পারি না। তারা জিনিস নয়, তারা মানুষ !'

'না, তারা কি মানুষের মতো দেখতে ?'

'হ্যাঁ-অনেকটা, বাহির থেকে যাই হোক, আমি কিছু অণুবীক্ষণিক পরীক্ষার তথ্য নিয়ে এসেছি। বোর্ড মাস্টারের কাছে তা আছে। এর ভেতরটা ভিন্ন আপনি জানেন, অনেকটা সরল। এটা আশ্চর্যজনক এবং সুন্দর।'

'এটা কী গ্রহের অন্য প্রাণীর চেয়ে সহজতর কাঠামো ?'

'ও, না, এটা আদি জগৎ এবং...এবং তাদের প্রোটোপ্লাজমিক ভিত্তি আছে। আমি মনে করি, তারা যে রোবট এ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে।'

'না, আমি তা মনে করি না। তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান কেমন ?'

'আমি জানি না। আমার দেখার সুযোগ হয়নি আর সবই বেশ ভিন্ন। আমার মনে হয় এটা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ প্রয়োজন হবে।'

'তাদের কি যন্ত্র আছে ?'

এলবিনো বিস্ময়ের চোখে তাকাল, 'অবশ্যই অনেকগুলো যা থেকে বাছাই করা যায়।'

'বড় নগরী ?'

অবশ্যই।'

সেক্রেটারির চোখ চিন্তিত দেখাল, 'আর তুমি তাদের পছন্দ করো কেন ?'

থিওর রিয়্যালো বলল, 'আমি ঠিক জানি না।, তারা পছন্দের যোগ্য ছিল। তারা আমাকে বেশি যন্ত্রণা করত না। তারা আসল মানুষদের মতো এত জটিলও ছিল না।

'তারা কি বেশি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল ?'

'না, এরকম না। তারা আমাকে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করত না। আমি ছিলাম আগন্তুক এবং তাদের ভাষাও জানতাম না। কিন্তু আমি তাদের বুঝতাম এবং বলতে পারতাম তার কী ভাবছে। কিন্তু কীভাবে তা জানি না।'

'হু, ভালো, আরেকটা সিগারেট চলবে ?'

'না, আমাকে ঘুমাতে যেতে হবে। আমার দেরি হচ্ছে।'

সে চলে গেল। নিজে নিজে বলল, 'এটা মৃত্যুদণ্ডের মতো মনে হচ্ছে'—যখন সে তার কোয়াটার দিয়ে যাচ্ছিল তখন একটানা বাঁশি বাজছিল।

সে তার অবস্থা পুনরায় পরের দিন বোর্ড মাস্টারের সামনে ব্যক্ত করল কিন্তু বসল না।'

'আবার ?' বোর্ড মাস্টার বলল।

'আবার !' সেক্রেটারি চমকে উঠল, 'কিন্তু এবার আসল কথাটা হল আমাকেই অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কী ? অসম্ভব স্যার। আমি এরকম কোনো প্রস্তাবনা মানব না।

'আমার ক্ষমতা আছে', ওয়েন মারি মেটালয়েড সিলিন্ডারটা দেখিয়ে দিল। যার উপর আঙুল দিয়ে ঘসা দেয়া হলে খুলে যায়।

'আমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছ, এসব ব্যবহার জানার। তুমি দেখো, এটা স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। ফেডারেশন কংগ্রেস দ্বারা এটা স্বাক্ষরিত হয়েছে।'

'ভাই। কিন্তু কেন ?' বোর্ড মাস্টার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিল।

'এটা অস্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারিতা। এর কি কোনো কারণ আছে ?'

'খুব ভালো কারণ আছে। আমার প্রতিটা তথ্য সবদিক থেকে দেখেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কখনোই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না বরং শান্তির ক্ষেত্রে তাদের নাক গলানোর কথাই চিন্তা

banglainternet.com

করে দেখে। আমার মনে হয় না, রোবো জগতের বিপজ্জনক দিকটা তুমি ভাবছ।'

'আমি কোনো বিপদ দেখছি না। এটা একেবারে বিপদমুক্ত।'

'তুমি কীভাবে জানলে ?'

'পরীক্ষার ধারা থেকেই জেনেছি' সে রাগান্বিত হয়ে উঠল।

'মূল পরিকল্পনাকারীরা যত সম্ভব একটা বদ্ধ কাঠামো পরিকল্পনা করেছে। আর এটা বাণিজ্যিক পথ থেকে দূরে ছোটো একটা বসতি। সমস্ত পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে রোবটরা কোনো সহায়তা ছাড়াই বেড়ে উঠতে পারে।'

মারি হাসল, 'আপনার সাথে আমি একমত নই। মূল সমস্যা হল আপনি তত্ত্বের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন। যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবেই দেখছেন। আমি বাস্তববাদী মানুষ। যেটা যেরকম, সেরকম দেখি। কোনো পরীক্ষা নির্দিষ্টভাবে ঠিক না করে চালান যায় না। এটা অন্তত পক্ষে একজন পর্যবেক্ষক দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং অবস্থা সাপেক্ষে এর সংযোজন-বিয়োজন দরকার।'

'ভালো ?' বোর্ড মাস্টার বলল

'এ পরীক্ষার পর্যবেক্ষক ডরলিসে প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিকদের সাথেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং পনেরো হাজার বছর ধরে পরীক্ষাটা নিজে নিজেই চলছে। ছোটো ছোটো ভুল যোগ হয়েছে এবং এখন তা বৃহৎ আকার ধারণ করেছে। বাইরের কিছু ব্যাপারও আরো কিছু ভুল তৈরি করছে। এটা একটা জ্যামিতিক ধারা, কেউ একে বন্ধ করতে পারবে না।'

'প্রকৃত প্রকল্প হয়তো আর তুমি তো কেবল রোবোজগতের ব্যাপারে আগ্রহী, আমাকে ভাবতে হয় সমগ্র সংঘের বিষয়ে।'

'কিন্তু রোবো-জগৎ সংঘের কী ক্ষতি করতে পারে। এটা আর্কচারাসে বসে আপনারা কী চালাচ্ছেন।'

মারি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আমি সাধারণভাবেই বলব, কিন্তু নাটকীয় হয়ে গেলে আমাকে দোষ দিবেন না। সংঘ কয়েক শতক ধরে যুদ্ধে জড়ায়নি, কী ঘটবে এসব রোবটদের সংস্পর্শে এসে ?'

'তারা কি একটা জগৎ সম্পর্কেই ভীত ?'

'হতে পারে। তাদের বিজ্ঞান কী রকম। রোবটরা মাঝে মধ্যে হাস্যকর কাজ করতে পারে।'

'তাদের বিজ্ঞানে কী থাকতে পারে। তারা তো ধাতব বৈদ্যুতিক অতিমানব নয়। তারা দুর্বল প্রোটোপ্লাজমিক প্রাণী। প্রকৃত মনুষ্যকুলের দুর্বল নকল, পজিট্রনিক মস্তিষ্ক দিয়ে তৈরি হয়েছে যা মানবিক মনস্তত্ত্বের সরলকৃত নিয়ম মেনে চলে। রোবট শব্দটি কি তোমাকে ভীত করছে ?'

'না তা নয়, তবে থিওরের সাথে কথা হয়েছে, সেই একমাত্র রোবটদের দেখেছে।'

বোর্ড মাস্টার নিঃশব্দে অভিশাপ দিতে দিতে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, "দুর্বল মনের একজন অজ্ঞ লোককে কথা বলতে দিলে সে কেবল অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে এবং তা ক্ষতিকর।'

সে বলল, 'রিয়্যালোর পুরো গল্পটা আমরা শুনেছি এবং পুরোটাই পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। পরীক্ষা সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণমূলক। আমি এটা নিয়ে দুই দিন ব্যয় করতাম না যদি বোর্ড এটা নিয়ে না ভাবত। যা থেকে আমরা পাই—পুরো ব্যাপারটাই পজিট্রনিক মস্তিষ্ক সম্বলিত প্রাথমিক প্রমাণ। আমরা বুঝেছি যে, ওই সময়ে পৌরাণিক মনস্তাত্ত্বিকরা অবশ্যই ধাপে ধাপে কাজটা করেছে। ওই সময়ের রোবটগুলো অতি মানব বা জম্ভ-জানোয়ার ছিল না। মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে এতটুকু নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি।'

'দুঃখিত, আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই। একটু বেশি নিয়মে আমি ভয় পাই। সাধারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া উচিত। এটা যদিও যুক্তিসঙ্গত নয়, তবু আমি ধৈর্য ধরতে পারছি না। তুমি জান আমরা যুদ্ধবাজ মানুষ। একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করাকে উৎসাহিত করে না। এটা ভালো থাকার জন্যেও উপযোগী নয়। কিন্তু যদি রোবটগুলো যুদ্ধবাজ হয়। ধরো সহস্রাব্দের কোনো ভুল পদক্ষেপ তাদের চোখে ধরা পড়েনি। তবে তারা তাদের স্রষ্টার ইচ্ছার চেয়ে বেশি যুদ্ধবাজ হবে।'

'যদি সকল মহাজাগতিক নক্ষত্র একত্রে জ্বলে ওঠে, একসাথে। এটা তখন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।'

banglainternet.com

'এখানে আরেকটা ব্যাপারও আছে।'

মারি ভ্রু কুঁচকে বলল, "থিওর রিয়্যালো ওই রোবটদের পছন্দ করে। মানুষের চেয়েও সে রোবটদের বেশি পছন্দ করে। নিশ্চিত বলতে পারি যে, থিওর রিয়্যালোর মানসিক বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন দিক থেকে তা রোবটদের মতোই হবে।' 'এবং' সেক্রেটারি বলল, 'থিওর রিয়্যালো ২৫ বছর ধরে এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছে। যখন তার বিপক্ষে সকল বিজ্ঞান হাসছে। এখানে অবশ্য কিছু মোহ কাজ করছে–ভালোমানুষী, সততা, মানবিক সকল গুণ। মনে হয় রোবটগুলো এরকমই।'

'তুমি অযৌক্তিক কথা বলছ। তুমি অসংলগ্ন ও নির্বোধের মতো বললে।'

'আমার কঠিন গাণিতিক প্রমাণ দরকার। সামান্য সন্দেহই যথেষ্ট। সংঘকে বাঁচাতে হলে এটাই যুক্তিসঙ্গত।'

'ডরলিসের মনস্তাত্ত্বিকরা এতটা নির্ভরযোগ্যও নয়। তাদের ক্রমেই এগিয়ে যেতে হয়, তুমি যেভাবে দেখিয়েছ। তাদের রোবট বলো না, শুধুমাত্র মানুষের নকল নয়, তারা ভালো হতে পারে। যদিও মানুষের জীবনধারা অনেক জটিল। সমাজ সচেতনতার মতো জিনিস, আদর্শগত কাঠামো প্রতিষ্ঠার এবং অনেক সাধারণ জিনিস যেমন নৈতিক, দানশীলতা, ভালো মানুষী। এসব নকল করা সম্ভব নয়। আমি ভাবি না ওই হিউমেনয়েডদের এসব আছে। কিন্তু অবশ্যই তারা ধৈর্যশীল যার জন্য তারা একগুঁয়ে ও যুদ্ধবাজ হয়ে উঠবে। যদি থিওর রিয়্যালোর সম্পর্কে আমরা ধারণা ঠিক হয়। আর তাদের বিজ্ঞান কোনো একটা অবস্থানে পৌঁছে থাকে, তবে তাদের মহাজগতের কোথাও হারিয়ে যেতে দিতে চাই না। যদিও আমাদের সংখ্যা তাদের হাজার বা লক্ষগুণ বেশি। আমি কোনোমতে তাদের তা করতে দেব না।'

মুখটা শক্ত করে বোর্ড মাস্টার বলল, 'তুমি এখনই কী করতে চাও?'

'যদিও এখনো ঠিক করিনি, আমি ভাবছি গ্রহে একটা ছোটোখাটো দল নামিয়ে দেই।'

বৃদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়াও।'

সে সেক্রেটারির হাত ধরে ফেলল, 'তুমি কি জান আসলে তুমি কী করতে চাও? এ বিশাল পরীক্ষার সম্ভাবনা সকল গাণিতিক হিসেবের বাইরে। তুমি জানতেও পারবে না তুমি কী ধ্বংস করছ।'

'আমি জানি। তুমি ভাবছ ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে। এটা কোনো বীরের কাজ নয়। আমি একজন মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে জানতে চাই সেখানে কী ঘটছে। সংঘকে রক্ষা করার জন্য আমি করছ। হোক না তা নোংরা কাজ। এ ছাড়া কিছু করার নেই।'

'তুমি এটা ভেবে বের করতে পারবে না। তুমি যদি ভেতরের খবর জানতে পারতে তবে অবশ্যই মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে আমরা জ্ঞান পেতাম। এটা হত দুই জাগতিক নিয়মের সমন্বয় এবং তা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যেত, যে আমাদের জ্ঞান ও ক্ষমতা রোবটরা যে ক্ষতি করতে পারে, তার লক্ষ গুণ বেশি হত। যদি রোবটগুলো ধাতব-বৈদ্যুতিক অতিমানব হত।'

সেক্রেটারি ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'আপনি এখন অস্পষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। শোনেন, আমি একটা চুক্তিতে আসছি, তাদের ঘিরে রাখুন। তাদের মহাকাশযানগুলোকে আপনাদের মহাকাশযানগুলো থেকে আলাদা রাখুন। পাহারাদার পাঠান কিন্তু তাদের কিছু করবেন না। আমাদের আরেকটা সুযোগ দিন এবং অবশ্যই আপনার তা করা উচিত।'

'আমি এটা ভেবেছি। কিন্তু সংগ্রেসকে এটাতে একমত হতে হবে। কিন্তু, জানেন এটা ব্যয়বহুল।'

বোর্ড মাস্টার ধৈর্য হারিয়ে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল, 'তুমি কী ধরনের খরচের কথা বলছ। তুমি কি ভাবতে পার আমরা কী পরিমাণ লাভবান হব।'

মারি বিচক্ষণের মতো হেসে বলল, 'আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ যদি তারা শুরু করে?'

বোর্ড মাস্টার তাড়াতাড়ি বলল, 'তবে আমি আমার প্রস্তাবনা ফিরিয়ে নেব।'

banglainternet.com

সেক্রেটারি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আমি কংগ্রেসের সাথে এটা আলাপ করি।'

ব্র্যান্ড গরলা ভাবলেশহীন মুখে বোর্ড মাস্টারের সকল কর্মকাণ্ড দেখল !

অনুসন্ধানে উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা দেখা দিল। ব্র্যান্ড গরলা তাড়াহুড়া করে তাদের নামের তালিকা করতে শুরু করল। সে বলল, "আপনি এখন কী করতে চাচ্ছেন ?'

বোর্ড মাস্টার ঘাড় ফেরাল না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে বসে রইল। 'আমি থিওর রিয়্যালোকে ডেকে পাঠিয়েছি, গর্দভটা পশ্চিম মহাদেশে গিয়েছে গত সপ্তাহে।'

'কেন ?'

বৃদ্ধ লোকটা বাধা দেয়ায় বিরক্ত হল, 'আমি কি জানি গাধাটা কী করে। মারি ঠিকই বলেছিল। ও মানসিক ভারসাম্যহীন, আমরা তাকে নজরের বাইরের রাখতে পারি না। সে ফিরে আসছে। যদিও সে ওখানেই থাকতে চেয়েছিল।'

'ওর তো দুঘণ্টা আগেই ফেরার কথা।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'ভালো–তুমি কি মনে করো কংগ্রেস এ রোবো-জগৎ ঘুরে দেখবে ? এতে খরচ হবে এবং অধিবাসীরা কিছুই দেখতে পারবে না, যদিও তাদের কর দিতে হবে।'

'মনস্তাত্ত্বিক সমীকরণ, সাধারণ যুক্তিতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আসলে আমি বুঝতে পারছি না, মারি কেন কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করতে চায়।'

'তুমি বুঝতে পারছ না ?' বোর্ড মাস্টার অবশেষে তার জুনিয়রের দিকে মুখ ফেরাল। হ্যাঁ বোকাটা নিজেকে মনস্তাত্ত্বিক মনে করে। মহাজগৎ আমাদের সাহায্য করে এটাই তার দুর্বলতা। সে দেখায় যে, সে রোবো-জগৎ নিজ থেকে ধ্বংস করতে চায় না। কিন্তু, সংঘের জন্য এটা করা দরকার এবং এজন্য সে যে কোনো ধরনের আত্মত্যাগ করতে রাজি। কংগ্রেস যে এটাতে রাজি হবে না, এটা

আমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই', খুব শান্তভাবে ধৈর্যের সাথে কথাগুলো বলল সে।

'আমি দশ বছর চাইব, দুই বছর চাইব, দুই মাস চাইব, যত পারি তত চাইব, কিন্তু আমি কিছু পাবই। সেই সময় রোবো-জগৎ সম্পর্কে নতুন কিছু শিখতে পারব। কোনো না কোনোভাবে আমরা আমাদের আবেদনকে জোরাল করব এবং নতুন করে সময় চাইব। যখন সময় পার হয়ে যাবে তখনো আমরা পরীক্ষাটা বাঁচিয়ে রাখব।'

অল্প সময় বিরতি নিয়ে বোর্ড মাস্টার বলল, 'আর সেখানেই রিয়্যালের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ব্র্যান্ড গরলা সবকিছু নিঃশব্দে দেখছিল। বোর্ডমাস্টার বলল, 'এখানেই মারি বুঝতে পেরেছিল রিয়্যালো কোনো মনস্তত্ত্ববিদ নয় এবং সমস্ত ব্যাপারে আমাদের প্রধান সূত্র, যা আমরা বুঝতে পারিনি। যা আমরা দেখিনি। আমরা যদি তাকে পরীক্ষা করতাম তবে রোবট সম্পর্কে একটা ধারণা পেতাম। যদিও তা পুরোপুরি ঠিক হত না, কারণ তার পরিবেশ ছিল বন্ধুহীন ও শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু আমরা এটা ঠিক করে নিতে পারতাম। বিশ্লেষণের মাধ্যমে...আহ্ ! পুরো ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিরক্তিকর।'

সিগন্যাল বাতি জ্বলে উঠল। বোর্ড মাস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে এসেছে, গরলা তুমি উত্তেজিত হয়ো না, বসে পড়, আমি তাকে দেখছি।'

থিওর রিয়্যালো ঘুমকাতুরের মতো দরজায় আবির্ভূত হলও রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এ এক সপ্তাহে অনেকের সাথে তার দেখা করতে হল।

'কীভাবে এসব ঘটল' বোর্ড মাস্টার শান্তভাবে বলল। 'বসো, তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমার কথার উত্তর দাও। আরে বসো', রিয়্যালো বসল। তার চোখগুলো জ্বলছিল। 'তারা রোবোজগৎ ধ্বংস করতে চায়, তোমাকে এ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু, তুমি তো বলেছ তারা রোবোজগৎ ধ্বংস করতে পারে যদি রোবটরা আন্তঃগ্রহ জগৎ আবিষ্কার করে।'

banglainternet.com

'তুমি তাই বলছ।' বোকা, তোমরা কী দেখতে পারছ না', বোর্ড মাস্টার ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'শান্ত হও।'

আলবিনো ঠোঁট কামড়ে বলে উঠল। 'তারা অনেক আগেই এ আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ আবিষ্কার করেছে।' দুজন মনস্তাত্ত্বিক চিৎকার করে উঠল, 'কী ? তোমরা কীভাবে ?'

অনেকটা হতাশ হয়ে রিয়্যালো, 'আমি সমুদ্রের মধ্যে একটা মরুভূমিতে নেমেছি, নিজে নিজেই একটা জগৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি। আমি সেখানে নামার পর তারা আমাকে গ্রেফতার করে একটা বড় শহরে নিয়ে যায়। এটা আমার শহর থেকে আলাদা। আমি আপনাদের তা বলব না।'

'শহরের কথা ভাবতে হবে না। তোমাকে বন্দি করল, তারপর বলো" বোর্ড মাস্টার বলল।

'তারা আমাকে পরীক্ষা করেছে, আমার যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করেছে। এবং এক রাতে আমি সংঘকে বলার জন্য চলে আসি। তারা জানেও না আমি চলে আসি। তারা চায়নি আমি চলে আসি।' তার গলা ভেঙে আসল, "আমার সেখানেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু, সংঘ কোনো না কোনোভাবে জানতে পারতই।'

'তুমি কি তাদের তোমার জাহাজের ব্যাপারে কিছু বলেছ ?'

'কীভাবে বলব। আমি তো মেকানিক নই। আমি তো যন্ত্রপাতি সম্পর্কে কিছু জানি না। তারা কীভাবে চলে দেখিয়েছি, এতটুকুই।'

ব্র্যান্ড গরলা অনেকটা নিজে নিজেই বলল, 'তারা কখনো ওটা পাবে না। যথেষ্ট তথ্য তাদের হাতে নেই।' আলবিনো হঠাৎ উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠল, 'হ্যাঁ, আছে আমি ওদের চিনি। তারা যন্ত্র। আপনি জানেন আমরা সমস্যাটার উপর কাজ করছি, তারা করছে এবং আরো করবে। তারা কখনো এটা ছাড়বে না এবং এটা কী বের করবে।'

বোর্ড মাস্টার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি আমাদের বলোনি কেন ?'

'কারণ তোমরা আমার পৃথিবীকে আমার থেকে সরিয়ে নিয়েছ। আমি নিজে নিজেই আবিষ্কার করেছি, আর যখন আমি তোমাদের

আসল কাজ করার আমন্ত্রণ জানালাম, তখন তোমরা আমাকে পর করে দিলে। সব দোষ পড়ল আমার উপর। কেন আমি ওই জগতে গিয়েছিলাম ? আমার যাওয়ার ফলেই যেন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কেন তোমাদের বলব ? নিজেরই খুঁজে বের করো যদি তোমরা জ্ঞানী হও। আমাকে ছাড়াই করো যদি তুমি পার।'

বোর্ড মাস্টার বিরক্তির সাথে ভাবতে লাগল। 'হীনম্মন্যতায়, ভালো, এখন সবই মিলে যাচ্ছে। এখন আমাদের দূরের জিনিস থেকে চোখ সরিয়ে, কাছের জিনিস ভাবতে হচ্ছে। এখন সবই ভেস্তে যাচ্ছে।'

সে বলল, ঠিক আছে রিয়্যালো তুমি চলে যাও, আমরা হেরে গেছি।'

ব্র্যান্ড গরলা গম্ভীর মুখে বলল, 'সবশেষ, আসলেই সবশেষ।'

বোর্ড মাস্টার বলে উঠল, 'আসলেই সব শেষ। মূল পরীক্ষাই শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখানে বসে যে পরিকল্পনা করেছিলাম রিয়্যালোর ভ্রমণের ফলে সে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণে সব শেষ হয়ে গেল। তাছাড়া মারিই ঠিক, তারা যদি আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ চালু করে থাকে তাহলে তারা আসলে বিপজ্জনক।'

রিয়্যালো চিৎকার করতে থাকল, 'কিন্তু, তোমরা তাদের ধ্বংস করবে না। তোমরা তাদের ধ্বংস করতে পার না।

কেউ কোনো উত্তর দিল না। সে বলে চলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি। আমি ওদের সাবধান করে দেব। তারা প্রস্তুত থাকবে, আমরা তাদের সাবধান করে দেব।'

সে দরজার দিকে পিছু হটতে থাকল, তার মাথার হালকা চুল নড়ছিল এবং লাল চুলগুলো জ্বলজ্বল করছিল।

যখন সে দৌড়ে বের হয়ে গেল, বোর্ডমাস্টার তাকে থামানোর চেষ্টাও করল না। এটা তার জীবন। আমার এ বিষয়ে কিছু করার নেই।'

থিওর রিয়্যালো রোবো-জগতের দিকে যাত্রা শুরু করল।

সামনে কোথাও ধূলায় ঢাকা এক নির্বাসিত জগৎ সেখানে কৃত্রিম মানবতার অনুকরণে তৈরি নিদর্শন যুদ্ধ-কষ্ট চলছে, এক পরীক্ষার মধ্যে,

banglainternet.com

যে বস্তু আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্ধভাবে যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে এক লক্ষ্যে। আন্তঃগ্রহ ভ্রমণ, যা হবে তাদের মৃত্যু পরোয়ানা।

সে যাচ্ছে সেই জগতের দিকে, সেই একই শহরে, যেখানে তাকে প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার ভালো করেই সব মনে আছে। শহরের নাম হল সেই শব্দ যা সে শিখেছিল তাদের ভাষায় সর্বপ্রথম শব্দ হিসেবে—

'নিউইয়র্ক।'

অনুবাদ : আবেদ-আর-রহমান

banglainternet.com